মুজিবনগরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে মাদক সেবনকারীর কারাদণ্ড

মুজিবনগরে গাঁজা সেবন করার অপরাধে আছানুর আলী নামের একজন মাদক সেবনকারীকে ৬ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। আছানুর আলী মোনাখালী গ্রামের মৃত আনারুল ইসলামের ছেলে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে পাঁচটার দিকে মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী বাজার প্রাঙ্গণে এ মাদকবিরোধী অভিযান চালানো হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন মুজিবনগর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুল আলম।

ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুল আলম জানান, আছানুর আলী মাদক নিয়ে মোনাখালী বাজার প্রাঙ্গণে অবস্থান করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়কে সাথে নিয়ে সেখানে অভিযান চালানো হয়। অভিযান চলাকালীন আছানুর আলীকে হাতে নাতে ২০ গ্রাম গাঁজাসহ আটক করা হয়।

তিনি দোষ স্বীকার করে স্বীকারোক্তি দিলে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ধারা ৩৬ উপধারা (১) এর সারণী ক্রমিক ২১ অনুসারে ৬ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়। জব্দকৃত ২০ গ্রাম গাঁজা জনসম্মুখে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিসের সহকারী পরিচালক শরীয়ত উল্লাহ ও সহকারী পরিদর্শক খশরু আল মামুন।

কালীগঞ্জে ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বারবাজার এলাকায় ২০৩ বোতল ফেনসিডিলসহ আল তানভীর রোহান (২০) নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে র্যাব।

গতকাল রোববার রাত সাড়ে ৮ টার দিকে তাকে আটক করা হয়। আটককৃত আল তানভীর রোহান সাতক্ষীরা জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার শিবপুর এলাকার রবিউল ইসলামের ছেলে।

র্যাবের পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঝিনাইদহ র্যাব-৬ এর একটি দল ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার বারবাজার এলাকায় মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে জনৈক মোসলেম এর খাবার হোটেল এর সামনে পাঁকা রাস্তার পাশ থেকে এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়।

এ সময় ২০৩ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

দর্শনায় গাঁজাসহ ১ জন আটক

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ১(এক) কেজি গাঁজাসহ মোঃ সিরাজুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, দর্শনা থানাধীন মদনা-হৈবতপুর এর শহীদ পাঁচ কবর স্মৃতিসৌধের সামনের তিন রাস্তার উপর হতে ০১ (এক) কেজি গাঁজাসহ আসামি মোঃ সিরাজুল ইসলাম (৪৬) কে গ্রেফতার করা হয়।

আসামি সিরাজুল ইসলাম চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার ছোট বলদিয়া গ্রামের মোঃ গোলাম রহমানের ছেলে। পুলিশ জানায় গ্রেফতারকৃত আসামির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পৃথক অভিযানে ফেন্সিডিলসহ দুইজন আটক

মেহেরপুরে পৃথক অভিযানে ৪১ বোতল ফেন্সিডিলসহ দুইজন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ।

গত বুধবার বিকালে এস আই অজয় কুমার কুন্ডুর নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে সদর উপজেলার কোলা গ্রামে টিপু সুলতান (৩৮) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে ২৭ বোতল ফেন্সিডিলসহ আটক করা হয়।

আটক টিপু সুলতান একই গ্রামের পশ্চিম পাড়ার আসাদুল ইসলাম এর ছেলে। পরে একইদিন দিবাগত রাতে গাংনী উপজেলার খাসমহল এলাকায় অভিযান চালিয়ে লাল্টু হোসেন (২৮) নামের একজনকে ১৪ বোতল ফেন্সিডিলসহ আটক করা হয়। আটক লাল্টু হোসেন খাসমহল খালপাড়ার শফিউল খান এর ছেলে।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পৃথক অভিযান চালিয়ে মেহেরপুর সদর ও গাংনীর খাসমহল থেকে একজন করে মোট দুইজন মাদক ব্যবসায়ীকে ফেন্সিডিলসহ আটক করা হয়েছে।

উভয়ের বিরুদ্ধে গাংনী ও মেহেরপুর সদর থানায় একটি করে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

গাংনীতে মাদকসহ গরু মোটাতাজাকরণ ঔষধ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধলা সীমান্তে বিজিবির সদস্যরা ফেনসিডিল, মদ ও গরু মোটাতাজাকরণ ঔষধ উদ্ধার করেছে।

আজ বুধবার ভোরের দিকে ধলা সীমান্ত ফাঁড়ি বিজিবি সদস্যরা টহলের সময় ধলার মাঠ থেকে ১০ বোতল ফেন্সিডিল, ১০ বোতল মদ এবং ২’শ পিচ গরু মোটাতাজাকরণ ঔষধ উদ্ধার করে।

জানা গেছে, ধলা সীমান্তে বিজিবি নায়েক ফারুক সিদ্দিকীর নেতৃত্বে বিজিবি টহল দল টহল শেষে ফেরার পথে পরিত্যক্ত অবস্থায় মদ, ফেন্সিডিল ও গরু মোটাতাজাকরণ ঔষধ উদ্ধার করেন।

মেহেরপুরে গাঁজা রাখার দায়ে একজনের জেল

গাঁজা রাখার অপরাধে রুহুল আমিন নামের এক গাঁজা ব্যবসায়ীকে ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড, ৩ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

মঙ্গলবার দুপুরের দিকে মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক রিপতি কুমার বিশ্বাস এ আদেশ দেন।

রুহুল আমিন মেহেরপুর সদর উপজেলার কালি গাংনী গ্রামের আফাজউদ্দিনের ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০১৬ সালের ৮ জুন তৎকালীন মেহেরপুরের গাংনী র্যাব ক্যাম্পের ডিএডি শহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গাংনী এলাকা থেকে রুহুল আমিন কে গ্রেপ্তার করেন, ঐ সময়ে রুহুল আমিনের ব্যবহারকারী নসিমন থেকে ৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

ঐ ঘটনায় ১৯৯০ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৯(১) ধারার টেবিল ১(খ) ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয় যার সেশন কেস নং ৩৩৬/১৬ জি আর কেস নং ২০০/১৬। মামলায় মোট ৭ জন সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রদান করেন।

এতে রুহুল আমিন দোষী প্রমাণিত হওয়ায় আদালত তাকে ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, ৩ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ৩ মাসের কারাদণ্ড

প্রদান করেন।

মামলার রাষ্ট্রপক্ষের অতিরিক্ত পিপি অ্যাডভোকেট কাজী শহিদ এবং আসামিপক্ষে এডভোকেট ফরিদ উদ্দিন কৌশলী ছিলেন।

দর্শনায় মাদক ব্যবসা করায় স্ত্রীকে তালাক

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনার মোহাম্মদপুরে স্বামীর চোখ ফাঁকি দিয়ে ফেনসিডিল ব্যবসা করায় স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে স্বামী। জানা যায়, দর্শনার মোহাম্মদপুর মসজিদ পাড়ার বাসিন্দা মোঃ জনি ড্রাইভার
(৪০) এর স্ত্রী মোছাঃ শারমিন বেগম গোপনে ফেনসিডিল এর ব্যবসা করতেন।

এ বিষয়ে স্বামী মোঃ জনি তার স্ত্রী শারমিন বেগমকে বেশ কয়েকবার মানা করেন ফেনসিডিল এর ব্যবসা না করার জন্য। কিন্তু শারমিন বেগম তার স্বামীর কথা না শুনে গোপনে দীর্ঘদিন এই মাদক ব্যবসা করে আসছিল।

গতকাল শারমিন বেগম এর শ্বশুর ও শাশুড়ির কাছে হাতে নাতে ধরা পড়ে। শ্বশুর ও শাশুড়ি বলেন, তাদের ছেলের বউ শারমিন বেগম বাথরুমে ২০০ বোতল লুকিয়ে রাখে কিন্তু সেটা আমাদের চোখে পড়ে যায় এই বিষয়ে আমি আমার ছেলেকে সাথে সাথে জানালে আমার ছেলে বাসায় এসে তার স্ত্রী কে আর রাখবে না বলে সিদ্ধান্ত নেয় এবং বলে এতবার মানার পরে এই অসৎ কাজে আবার যুক্ত হয়ে আমাদের মান সম্মান নষ্ট করেছে তাই আমি এই বউ আর রাখবো না।

সাথে সাথে তালাক দিয়ে দেন স্বামী মোঃ জনি ড্রাইভার। জানা যায়, শারমিন বেগম ২ সন্তানের জননী। চুয়াডাঙ্গা কোর্ট আদালতে এড্যাভোকেট আসলাম উদ্দীনের স্বাক্ষর এ তালাক হয়। এ বিষয়ে শারমিন বেগম দর্শনা থানায় অভিযোগ করেছেন।

ঝিনাইদহে প্রায় দুই কোটি টাকার মাদকদ্রব্য নষ্ট করা হলো

ঝিনাইদহ ও চুয়াডাঙ্গা সীমান্ত দিয়ে বিভিন্ন সময় অবৈধভাবে চোরাচালানকালে উদ্ধার হওয়া বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য ধ্বংস করেছে মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি)।

গতকাল রোববার সকালে মহেশপুরের খালিশপুরে ৫৮ বর্ডারগার্ড ব্যাটালিয়নের সদর দপ্তরে এসব মাদকদ্রব্য ধ্বংস করা হয়।

এ সময় মাদক বিরোধী আলোচনা সভায় যশোর দক্ষিণ-পশ্চিম রিজিয়নের কমান্ডার জাকির হোসেন, কুষ্টিয়া সেক্টর কমান্ডার জিয়া সাদাত খান, ৫৮ বিজিবি অধিনায়ক লেঃ কর্নেল কামরুল আহসান, ঝিনাইদহ চুয়াডাঙ্গা জেলার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ, পুলিশ প্রশাসন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, সাংবাদিকবৃন্দ এবং বিজিবি সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহের মহেশপুর ব্যাটালিয়নের (৫৮ বিজিবি) সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান জানান, বিভিন্ন সময়ে উদ্ধার হওয়া প্রায় ৩২ হাজার বোতল ফেন্সিডিল, ১০৭ বোতল ভারতীয় ডায়ালেক্স ডিসি সিরাপ, ৪ হাজার বোতল ভারতীয় মদ, ১৫৬ কেজি গাঁজা এবং ১ হাজার ১৭ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ বিপুল পরিমাণ মাদক ধ্বংস করা হয়।

যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ১ কোটি ৮৮ লাখ টাকা।

আলমডাঙ্গায় ৫ মাদকসেবীকে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় মাদক সেবনের দায়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ৫ জনকে ৪৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলি ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাদের এ জরিমানা করে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসকররা ইউনিয়নের খাসকররা গ্রামের দক্ষিণ পাড়ার মাঠের মধ্যে প্রতিদিন সন্ধ্যায় মাদক সেবিদের আনাগোনা দেখা যায়।

এমন সংবাদের ভিত্তিতে তিয়রবিলা ফাঁড়ি পুলিশের আইসি সুব্রত বিশ্বাস সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন।

এ সময় পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে মদ সেবনের সময় ৫ জনকে আটক করে। আটকের বিষয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলিকে অবগত করেন। পরে নির্বাহী অফিসার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

আদালতের মাধ্যমে খাসকররা গ্রামের উজ্জল আলির ছেলে ইকবালকে ১০ হাজার টাকা, মৃত আকবারের ছেলে আশাদুলকে ৫ হাজার টাকা, সিরাজুল ইসলামের ছেলে মহাম্মদ আলিকে ১২ হাজার টাকা, চাঁদ মোল্লার ছেলে সাগরকে ১০ হাজার টাকা, মান্নান হোসেনের ছেলে তরিকুলকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

মোট ৫ জনকে ৪৭ হাজার টাকা জরিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

মাদক বহনে ব্যবহৃত হচ্ছে

শিশুরা!

এম এফ রুপক:
মরণনেশা ইয়াবা, গাঁজা, ফেন্সিডিল, ভারতীয় বিভিন্ন ব্র্যান্ড্রের মদসহ বিভিন্ন মাদক বহন করা হচ্ছে অভিনব কৌশলে। বহনকারী হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে স্কুল পড়ুয়া কিশোরদের। সীমান্তের কয়েক কিলোমিটার দুরে গিয়ে কিশোরদের হাত বদল হয়ে যাচ্ছে আরেক বহনকারীর হাতে। এক হাজার থেকে দেড় হাজার টাকায় ভাড়া করা হচ্ছে এইসব স্কুল পড়ুয়াদের। সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ায় অনেকটা অভাবের তাড়নায় এই পথে পা বাড়াচ্ছে তারা। রাতের আধারে বিজিবি বা অন্য কোন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহীনির চোঁখ ফাঁকি দিয়ে খুব সহজেই নির্দিষ্ট গন্তব্যে মাদক পৌছে দিচ্ছে কিশোররা। মাঝে মধ্যে বিজিবি’র তাড়া খেয়ে মাদক ফেলে পালিয়েও যাচ্ছে তারা।

এ নিয়ে অনেক সময় বহন খচর নিতে ঝামেলাও হয়েছে বলে জানিয়ে এক কিশোর। গাংনীর সীমান্তবর্তী এলাকা কাজীপুর, তেতুলবাড়িয়া, রংমহল, খাস মহল মাদক চালানের নিরাপদ রুট হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে।

খাস মহলের ৮ম শ্রেণীতে পড়ুয়া রাসেল (ছদ্ম নাম) জানান, সীমান্তের কাঁটাতার থেকে এক কিলোমিটার মতো দুরে নিদিষ্ট স্থানে মাদক দিয়ে আসতে পারলেই এক থেকে দেড় হাজার টাকা পাওয়া যায়। আমি সহ আমার তিন জন বন্ধু বেশ কয়েকদিন বহন করে দিয়েছি। এক দিন দেড় হাজার টাকা দেওয়া হবে বলে ৫’শ টাকা দেয়।

এ নিয়ে তাদের সাথে ঝামেলা হয়। তারপর থেকে আর বহন করি না। কিন্তু এখন রাতে বাড়িতে ঘুমানোর সাহস হয় না। কারা এই টাকা দেয় জানতে চাইলে রাসেল বলে, মোবাইলের মাধ্যমে কথা হয়। মাঝে মধ্যে গ্রামেরই কেউ কেউ টাকা দেয়।

খাস মহলের ১৭ বছরের অটো চালক সালমান (ছদ্ম নাম) জানান, আমাদের বয়সি বা আমাদের চেয়ে কম বয়সি গ্রামের বেশ কয়েকজন মাদক বহনের সাথে জড়িত। প্রতি ১’শ বোতল ফেন্সিডিল কাঁটাতার থেকে গ্রামের মধ্যে আনতে পারলে এক হাজার টাকা দেওয়া হয়। কোন কোন উৎসবের সময় চাহিদা বেশি থাকে, সেক্ষেত্রে বহন খরচ আরও বেশি দেওয়া হয়। আমাদের শুধু জায়গা বলে দেওয়া হয়। ওপার থেকে সেই জায়গায় আগে থেকেই মাদক ফেলে রাখে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা।

মাদক বহন করতে গিয়ে অনেকেই এখন মাদকাসক্ত হয়ে গেছে। এমনি একজন

খাসমহল গ্রামের মাদকাসক্তের বোন নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, আমার ভাই নতুন ৯ম শ্রেণীতে উঠলো। মাঝে মধ্যে আমাদের অজান্তেই মাদক বহন করতো। এভাবে বহন করতে গিয়ে সে এখন মাদকাসক্ত হয়ে গেছে। প্রায় প্রতি রাতেই গাঁজাসহ বিভিন্ন মাদক সেবন করে বাড়ি ফেরে।

এ বিষয়ে মেহেরপুর মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আব্দুল মান্নান বলেন, সীমান্ত এলাকায় এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। আমাদের জনবল কম থাকায় হয়তো অনেক কিছু এড়িয়ে যায়। সীমান্ত এলাকার জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে মাদক সংক্রান্ত সচেতনতা মূলক প্রচার ও সমাবেশ করার উদ্যোগ নিয়েছি। যাতে করে শুধু শিশুরাই না, কেউই যেন মাদকের সাথে জড়িয়ে না পড়ে সেদিকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী জানান, এই ধরণের কোন তথ্য আমাদের কাছে এখনো আসেনি। তবে সীমান্ত এলাকায় এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। আমাদের সুযোগ্য পলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলীর স্যারের নেতৃত্বে জেলা পুলিশ থেকে সীমান্ত এলাকায় ইতিমধ্যে মাদক সচেতনতামূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠান করা হয়েছে।

মাদক নির্মূলের ক্ষেত্রে আমরা সবসময় সোচ্চার আছি। ইতিমধ্যে বেশ কিছু মাদক ব্যবসায়ীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডসহ বিভিন্ন মেয়াদে সাজাও হয়েছে। তবে শিশুরা যেন মাদকের সাথে যুক্ত না হয় সেজন্য প্রয়োজনে আমরা ঐ সমস্ত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বেশি বেশি মাদক সচেতনতামূলক অভিযান চলাবো।